তারিখ ... 30 MAY 2016 ...
পৃঃ ... ২০ কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

হাইকোর্টের অভিমত

প্রশাসনের প্রতিবেদন দায়সারা

শিক্ষক লাঞ্ছনা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারায়ণগঞ্জের স্কুল শিক্ষককে লাঞ্ছিতের ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দেওয়া প্রতিবেদন গ্রহণ করেনি হাইকোর্ট। আগামী ৮ জুন এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাদের দেওয়া প্রতিবেদনে অসন্তোষ প্রকাশ করে হাইকোর্ট বলেছে, এই প্রতিবেদন দায়সারা গোছের। ভবিষ্যতে যেন তারা এ ধরনের প্রতিবেদন না দেয়। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিবেদন দিতে ব্যর্থ হলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কুণ্ঠাবোধ করব না। বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

প্রশাসনের প্রতিবেদন

২০ পৃষ্ঠার পর

বিচারপতি মো. ইকবাল কবিরের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল রবিবার এই আদেশ দেয়।

ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে গত ১৩ মে পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তিকে লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করে। সিনিয়র আইনজীবী এমকে রহমান ও মহসীন রশিদ আদালতে পত্রিকা উপস্থাপন করেন। শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানসহ জড়িতদের বিরুদ্ধে কী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হছে তা তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন আকারে আদালতে দাখিল করতে ডিসি, এসপি ও ওসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

নির্দেশ মোতাবেক ডিসি, এসপি ও ওসির দেওয়া প্রতিবেদন গতকাল আদালতে উপস্থাপন করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু। তিনি বলেন, শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন জেলা প্রশাসক। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করায় ওই কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করেন ডিসি। মাউশির প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই শিক্ষককে পুনর্বহাল ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আদালত বলে, মাউশির প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু জানতে চাইনি। প্রশাসন কী আইনগত পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানাতে বলেছিলাম।

এ পর্যায়ে পুলিশ সুপার ও ওসির দেওয়া প্রতিবেদন তুলে ধরে ডিএজি বলেন, ওই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়। অ-আমলযোগ্য অপরাধ হওয়ায় আদালতের অনুমতি নিয়ে তার তদন্ত চলছে। আদালত বলে, হাইকোর্টের আদেশের পর তো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ডিএজি বলেন, মাউশির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষককে পুনর্বহাল এবং ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে অ্যাডভোকেট এমকে রহমান বলেন, প্রতিবেদনে শুধু সাধারন ডায়েরি (জিডি) বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা কোন ধারার অপরাধ তার উল্লেখ নেই। আদালত বলে, পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এটি অধর্তব্য অপরাধ। তদন্তে বিষয়টি বেরিয়ে আসবে এজন্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অনুমতি নিয়েছে। এমকে রহমান বলেন, এ ক্ষেত্রে হাইকোর্টের আদেশকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কারণ হাইকোর্টের আদেশের পর কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার কোনো উল্লেখ নেই। আদালত বলে, সাধারণ ডায়েরি একটি আইনগত প্রক্রিয়া। কোন ধারার অপরাধ এটি জিডিতে উল্লেখ থাকলে ভালো হতো। তবে আমাদের উদ্বেগ হচ্ছে ওই ঘটনায় সংবিধানের ৩৫ (৫) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হয়েছে।

অ্যাডভোকেট মহসীন রশিদ বলেন, উচ্চ আদালত কোনো আদেশ দিলে তা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। কিন্তু এফিডেভিট আকারে দাখিল করা প্রশাসনের প্রতিবেদনে সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তিনি বলেন, স্থানীয় এমপি যে অপরাধ করেছেন সেটি দণ্ডবিধির ৩৫৫ ধারার অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার আকারে জিডি করতে হয়।

এ পর্যায়ে হাইকোর্ট ডিসিসহ প্রশাসনের তিন কর্মকর্তার প্রতিবেদনে উষ্মা প্রকাশ করে আদেশে বলে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখার দায়িত্বও জেলা প্রশাসকের। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক আইনগত পদক্ষেপের বিষয়ে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। ডিসির এ ধরনের মনোভাব অনুমোদনযোগ্য নয়। ডিএজির উদ্দেশে আদালত বলে, ডিসি, এসপি ও ওসিকে বলে দেবেন আগামীতে এ ধরনের দায়সারা প্রতিবেদন দিলে তা গ্রহণ করা হবে না। একই সঙ্গে আগামী ৯ জুন এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির জন্য দিন ধার্য করেছে হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের জারিকৃত রুল শুনানিতে পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন করেছে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। গতকাল শুনানির এক পর্যায়ে সংগঠনটির আইনজীবী আবু ওবায়দুর রহমান এ আবেদন জানান। আদালত আগামী মঙ্গলবার এ বিষয়ে শুনানির জন্য দিন ধার্য করে দেয়।